

তারকেশ্বর হিয়ারিং সেন্টারে পড়ে মাথা ফাটল বৃদ্ধের, হাজির অন্তঃসত্ত্বা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার শুনানি পর্বে হাজিরা দিতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন ৭২ বছরের এক বৃদ্ধ। মাথা ফাটল তাঁর। আবার রবিবারে ওই শুনানি কেন্দ্রে ডাক পেয়েছিলেন এক অন্তঃসত্ত্বার। তারকেশ্বর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভরতচন্দ্র সামন্ত এবং তাঁর স্ত্রী চিত্রলেখা সামন্ত। দু’জনেই ৭০ উর্ধ্ব। শুনানির জন্য নোটিস পেয়ে তারা টোটায়ে করে রবিবার উপস্থিত হয়েছিলেন তারকেশ্বর বিডিও অফিসে। কিন্তু টোটা থেকে নামার সময়েই আমচকা অসুস্থ হয়ে পড়েন ভরতচন্দ্র। মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি। সেই সময়ে তাঁর মাথাতে চোট লাগে এবং ফেটে

যায়। শুনানি কেন্দ্রে থাকা অনার্য তাঁকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁচন বিডিও সীমা চন্দ্র। অসুস্থ বৃদ্ধকে ধরে প্রথমে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া

হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। সেখানে ভরতচন্দ্রের মাথায় ব্যান্ডেজ করা হয়।

তাঁর স্ত্রী চিত্রলেখা সামন্ত বলেন, ‘টোটা থেকে নামতে ও উল্টে পড়ে যায়। গুঁর মাথা ফেটে গিয়েছে। অসুস্থ জানা সত্ত্বেও এ দিন আমাদের সাথে ১২টার মধ্যে আসতে বলা হয়েছিল। আমরা সেখানে পৌঁছোনার পরেই ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা তারকেশ্বরে ১৭ ঘর ধরে বসবাস করছি।’

অন্যদিকে, অনার্য তারকেশ্বরের বালিগোড়ি এলাকার বাসিন্দা নেহা পোদারকেও শুনানির জন্য ডাকা হয়। তিনি আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা। যদিও কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, ৮৫

উর্ধ্ব, অন্তঃসত্ত্বা এবং অসুস্থদের ক্ষেত্রে বাড়িতে গিয়ে শুনানি করতে হবে। কিন্তু তার পরেও কেন শুনানি কেন্দ্রে হাজির হতে হল নেহাকে? তরুণীর বাবা বলেন, ‘নোটিসে এ দিনের তারিখ দেওয়া হয়েছিল হিয়ারিংয়ের জন্য। আমি বিএলও-কে বলেছিলাম। তিনি বলেন, পরে বাড়ি গিয়ে হিয়ারিং হবে। কিন্তু তা কবে হবে, সে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলতে পারেননি তিনি। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে চলে এসেছি। কাজ হয়েছে। আর ডাকবে কি না, কে জানে।’

গুরু রাজনৈতিক তরজা এই দুটি ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা গুরু হয়েছে। তৃণমূলের স্থানীয় নেতা প্রভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘৭২ বছরের

শিক্ষকের শুনানিহতে ডাকা হয়েছে। তিনি অসুস্থ, সে কথা জানিয়েছিলেন। তারপরেও তাঁকে আসতে হল। আমরা গুঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। ৭২ বছরের এক প্রবীণকে প্রমাণ করতে হচ্ছে, তিনি এ দেশের নাগরিক। এটা লজ্জার। পাশাপাশি অন্তঃসত্ত্বা মহিলার শুনানি কেন্দ্রে উপস্থিতি নিয়েও সর্বব হয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

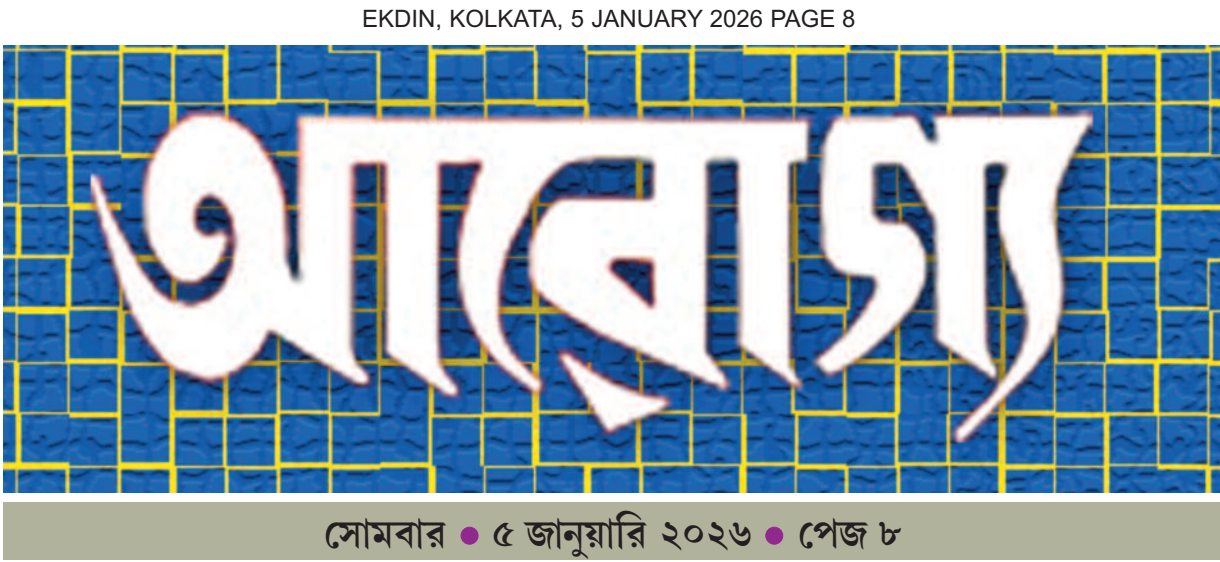
অন্য দিকে, বিজেপির স্থানীয় নেতা গণেশ চক্রবর্তী বলেন, ‘একজন বয়স্ক ব্যক্তির মাথা ফেটে গিয়েছে। তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। প্রশাসনকে আরও

ফর্ম নং ১৪ দ্রষ্টব্য রেভেনশন ৩০(২)।	
রিকভারি অফিসার-II/II-এর অফিস জেস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (বিয়ার্ডি ৩) ১ম তল, জীন সুখা বিল্ডিং, ৪২-পি, জগদমোহন নেহেরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১	
দারি ঘোষি ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর আর্ডার ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেক্টে সিভিলিট এর কল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি। RC/3/2024	

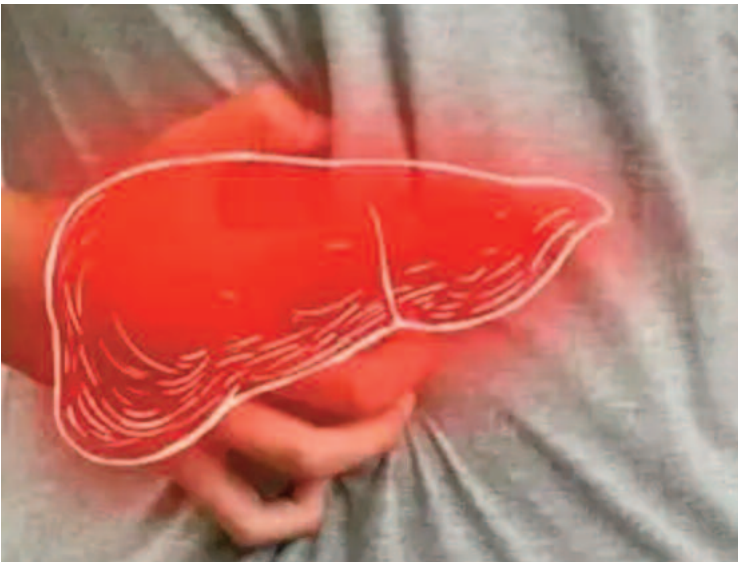
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ব্যাংক	
মোসার্ব দরিত্য সাফিসিৎ এবং অন্যান্য	
	
 	
(সিডি ১) মোসার্ব দরিত্য সাফিসিৎ, ৫, সত্যোব রায় রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮ (সিডি ২) প্রাসন্ন দেব, মোসার্ব দরিত্য সাফিসিৎ এর অংশীদার, ৫, সত্যোব রায় রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮ আরও টিকানা - ৩২/১/২, রাম কৃষ্ণ সারথি, থানা - হোথানা, কলকাতা - ৭০০০০৮ (সিডি ৩) তুষার কান্তি দাস, মোসার্ব দরিত্য সাফিসিৎ এর অংশীদার, ৫, সত্যোব রায় রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮ আরও টিকানা - নাওঘাটবা, থানা - বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা -৭৪৪০০৩ এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি হচ্ছে প্রিসিইডিং অফিসার, ডেপুটি রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (বিয়ার্ডি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট TA/৪29/2015 অনুযায়ী পরিমাণ ১০০৭১২৭ টাকা (পঁচাত্ত লাক্ষ হাজার একশ সাতশত টাকা) টাকা পরশতীয়া অফিস কর্তৃক বার্ষিক সূদ ১২ শতাংশ সরল হারে সূদ ব্যাবিৎ ০১.০৪.২০১৩ থেকে সমুদয় শুদ্ধ ১৩০০০০ (তেরো লক্ষ টাকা) টাকা আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/ সীমিত)। ২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় বার্ষিক হারে রিকভারি অফ ডেসিস সিডি টি ব্যাসস ডিউ টাকাসহ নির্দেশিত পরিমাণে অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়ের দায়িত্ব বহন করবে। ৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলনান্দা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে। ৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন ব্যাকরণকারী নিকট ১৪.০১.২০২৬ তারিখে সরল ১১.০০টাক পরিমাণ প্রকিস্তার জন্য হারিস হতে। ৫. উল্লিখিত পরিসরে অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়ের দায়িত্ব বহন করবে। ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রকিস্তার বকেয়া জমা প্রেরিত নোটিশ অত্যাধীকৃত আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ে সরল ৭) সমুদয় শুদ্ধ, ব্যাং, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সার্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রকিস্তার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। যহেতু ট্রাইব্যুনাল পিন প্রাপ্ত তারিখ : ২২.০৭.২০২৫ স্মা/- রিকভারি অফিসার ভারত সরকার কলকাতা ডেপুটি রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩	

শ্বশুরবাড়িতে হেনস্থা তরুণীকে, শ্রীরামপুরে মারমুখী ক্ষুব্ধ জনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্বামীর মারধরের অভিযোগ নিয়ে গেল্পা উৎসব হয়েছিলেন শ্রীরামপুরের তরুণী। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে, ফের শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হন তরুণী। তাতেই শনিবার দুপুরে উত্তেজনা ছড়ায় শ্রীরামপুর থানার গড়গাতি ঘাটে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্বশুরার বিকলে স্বামীর মারধরের অভিযোগ নিয়ে শ্রীরামপুর মহিলা থানায় হাজির হন তরুণী। অভিযোগ করেন স্বামী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। স্বামী সেনাকর্মী। এদিন বেলায় ওই তরুণী শ্রীরামপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের গড়গাড়ি ঘাট এলাকায় তাঁর শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। তরুণীর অভিযোগ, সেখানে তাঁকে চুপতে দেওয়া হয়নি, বার বার ডাকাতেও কেউ দরজা খোলেননি। তখনই স্থানীয় বাসিন্দারা হাজির হন। ক্ষুব্ধ জনতা সেই বাড়ির সামনে বেড়া ভেঙে দেয়। ছেলের পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির সব সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির ভিতরে ইট ছোড়া হয়। একাধিক বার দরজায় লাথি মারা হয়। পরিবারের দাবি, সিসিটিভি



মুখে লুকিয়ে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা!
৫ লক্ষণ না বুঝলেই অকালে
ঘনিয়ে আসবে মৃত্যুর বিপদ

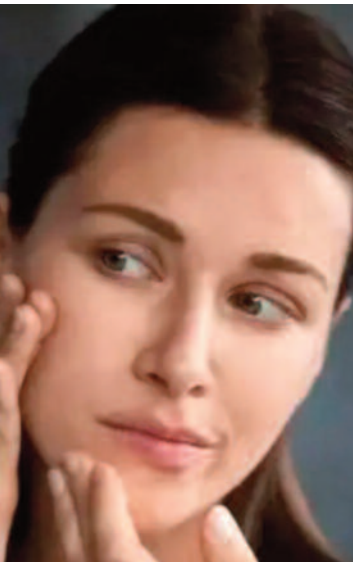


লিভার আমাদের শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। খাবার হজম করা, শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বার করা এবং শক্তি জোগানোর কাজে লিভারের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু বর্তমানে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, মদ্যপান ও শরীরচর্চা অভাবে অনেকেই অজান্তে অক্লান্ত হচ্ছেন ফ্যাটি লিভার সমস্যায়। ফ্যাটি লিভার তখনই হয়, যখন

লিভারের কোষে অতিরিক্ত চর্বি জমতে শুরু করে। এটি ধীরে ধীরে লিভারের কাজের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে লিভার সিরাইসিস বা গুরুতর লিভার রোগের ঝুঁকি থাকবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রোগ অনেক সময় নীরবে বাড়ে, তবে তার কয়েকটি সতর্ক সংকেত মুখে ফুটে ওঠে।

১. চোখ ও ত্বক হলদা হয়ে যাওয়াঃ ফ্যাটি



লিভার হলে লিভার ঠিকভাবে রক্ত পরিষ্কার করতে পারে না। ফলে চোখের সাদা অংশ ও মুখের দ্বক ধীরে ধীরে হলুদ রঙের হতে পারে। একে জন্ডিসের প্রাথমিক লক্ষণও বলা হয়।

২. মুখ ও চোখের নিচে ফোলা ভাবঃ সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখেন মুখ ফোলা বা চোখের নিচে অস্বাভাবিক ফোলাভাব, তাহলে সেটি হালকাভাবে নেওয়া ঠিক নয়। লিভার

ঠিকমতো প্রোটিন তৈরি করতে না পারলে শরীরে জল জমে এই ধরনের ফোলাভাব দেখা দেয়।

৩. হঠাৎ ব্রণ ও অতিরিক্ত তৈলাক্ত ত্বকঃ বয়স বাড়লে হঠাৎ করে মুখে ব্রণ বেড়ে যাওয়া বা ত্বকে ব্রণ বেশি তেলনতে হয়ে গেলে তার থেকে শিরারের সমস্যা থাকতে পারে।

ফ্যাটি লিভারে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়, যার প্রভাব ত্বকে পড়ে।

৪. মুখে লালচে দাগ বা সুক্ষ্ম লাল শিরাঃ অনেক সময় গালে বা নাকের চারপাশে লাল শিরার মতো দাগ দেখা যায়। একে ‘স্পাইডার ভেইন’ বলা হয়। এটি দীর্ঘদিনের লিভার সমস্যার একটি পরিচিতি দ্বন্দ্ব।

৫. ত্বক শুষ্ক হওয়া ও কালচে দাগঃ লিভার ঠিকমতো কাজ না করলে শরীর ভিটামিন শোষণ করতে পারে না। ফলে ত্বক রক্ষা হয়ে যায়, মুখে কালচে প্যাচ বা দাগ পড়তে পারে।

লিভার ভাল রাখতে ভাজা, তেল-মশলাযুক্ত খাবার কম খান। চিনি ও অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাটান বা শরীরচর্চা করুন। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

মনে রাখবেন, মুখের পরিবর্তন শুধু সৌন্দর্যের বিষয় নয়, অনেক সময় তা শরীরের গভীর সমস্যার ইঙ্গিত করে। তাই এসব লক্ষণ দেখলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ব্রেকফাস্ট না করেই সোজা লাঞ্চ !
অজান্তে বিপদ ডেকে আনছেন না তো ?

গত কয়েক বছরে আধুনিক জীবনযাত্রার ইঁদুরদৌড়ে সকালের জলখাবার বাদ দেওয়ার একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে। আপনিও কি সেই দলে? তবে সাবধান! এই অভ্যাস কেবল শরীরকে দুর্বল করে না, বরং আপনার মানসিক স্বাস্থ্যেরও চরম ক্ষতি করতে পারে।



প্রবাদ রয়েছে, সকালের খাবার খাওয়া উচিত রাজার মতো। শরীর সুস্থ রাখতে প্রতীরাশ বা ব্রেকফাস্ট গুরুত্ব আঁপরিময়। কিন্তু গত কয়েক বছরে সকালের জলখাবার বাদ দেওয়ার একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে অনেকেই মনে। আঁপনিও কি সেই দলে? তবে সাবধান! এঁই অভ্যাস কেবল শরীরকে দুর্বল করে না, বরং আপার মানসিক স্বাস্থ্যও চরম ক্ষতি করতে পারে। সম্প্রতি নিউইউরশনাল নিউরোসায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় এমন্ই চাচাল্লাকর দাবি করা হয়েছে।

গবেষণা অনুযায়ী, যারা নিয়মিত ব্রেকফাস্ট এড়িয়ে যান, তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক মন্ডিক চাপ এবং বিভিন্ন মন্ডাবিক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে যায়।

৩ লক্ষ মানুষের ওপর সমীক্ষা

এই গবেষণাটি একটি বিশদ 'সিস্টেম্যাটিক রিভিউ' এবং 'মেটা-আনালিসিস', যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে ১৩টি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে মোট ৩ লক্ষ ৯৯ হাজারেরও বেশি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। মূলত প্রাতিরাশ বাদ দেওয়া এবং মানসিক সমস্যার মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি না, তা জানাই ছিল এই সমীক্ষার মূল লক্ষ্য।

অবসাদ ও উদ্বেগের
ঝুঁকি কয়েক গুণ বেশি

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন
জলখাবার খান না, তাদের মধ্যে সাধারণ
মানুষের তুলনায় ডিপ্রেসন বা অবসাদের

বুঁকি ৪০ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, মানসিক চাপেরে বুঁকি বেড়ে যায় ২৩ শতাংশ। গবেষণায় আরও জানা গেছে যে, প্রাচুরাশ না করার ফলে শরীর প্রয়োজনীয় শক্তি পায় না, যা পরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং মানসিক ক্লান্তি বাড়ায়। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দৃষ্টিভ্রান্ত বা অ্যাংজাইটিস বুঁকি ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে দেখা গেছে।

মস্তিষ্ক ও জলখাবারের সম্পর্ক

গবেষকদের মতে, সকালের জলখাবার মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ সরবরাহ করে। এই গ্লুকোজ মস্তিষ্কের কার্যকারিতা সচল রাখতে এবং মেজাজ বা 'মুড' ভালো রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু দীর্ঘ

সময় না খেয়ে থাকলে মস্তিষ্কে গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলেই শুরু হয় মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ।

কেন জলখাবার জরুরি ?

জলখাবার বাদ দিয়ে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি তৈরি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদি মানসিক সমস্যার কারণ হতে পারে। সুস্থ থাকতে পুষ্টিবিদের পরামর্শ

- ঘুম থেকে ওঠার ২ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই জলখাবার খেয়ে নিন।
- সকালের খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি রাখুন।
- খালি পেটে চা বা কফি খাওয়া এড়িয়ে চলুন।
- জলখাবারে ফল, স্যানাড, ওটস বা ডালিয়ার মতো পুষ্টির খাবার রাখা বেশি উপকারী।

মানব কল্যাণে ডাঃ চুনীলাল বসু

কুষ্ঠ নিয়ে চিন্তাভাবনা

ডাঃ শামসুল হক

কুঠরোগ হল এমনই নাছোড়বান্দা
একটা রোগ যার ভাব্যই রূপ
একটা সময় সমাজের সব শ্রেণীর
মানুষকে মনো এমন ভিত্তিকর
পরিস্থিতিতে সৃষ্টি করেছিল যে
সেইসময় আবার দুর্বিসহ হয়ে
উঠেছিল সকলের জীবন ও ডাঃ
চুনীলাল বসু তখন একজন
সরকারী চিকিৎসক সবেমাত্র
ব্রহ্মদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন
তিনি। চাকরির সুবাদেই এতদিন
সমেশে থাকতে হয়েছিল তাঁকে।
কিন্তু বিশেষ জল হওয়ার মধ্যে
কখনও তেমন একটা স্বস্তিও পাননি
তিনি। তাই একরকম বাধা হয়ে
সেখান থেকে ফিরে আসতে
হয়েছিল তাঁকে।



কলকাতার ছেলে ডাঃ চুন্নিলাল
বসু ব্রহ্মদেশ থেকে সায়েন্স চলে
আনেন কলকাতায়। খোজ শুরু
করেন নতুন চাকরি ও। কিছুদিনের
মধ্যেই একজন সরকারি চিকিৎসক
হিসেবে শুরু হয় তাঁর নতুন
কর্মজীবন ও। কাজ করতে করতেই
একময় নাজাদা একজন চিকিৎসক
হিসেবে পরিচিত হন তিনি এবং
তারপরই এরপর পলি এবং সিডি
টপকে খ্যাতির শীর্ষদেশে পৌঁছাতে
খুব বেশি সময়ও লাগেনি তাঁর।

১৯৯৯ সালে ইণ্ডিয়ান
মেডিকেল কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিকী

তাঁর আত্মীয় পরিজনদের অনেক
 সময়ই নির্ভর করে থাকতে হত
 ভাগ্যের উপর ভরসা রেখেই।
 অথচ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছিল
 কুঁস্ট রোগীদের সংখ্যাও। আর সেটা
 দেখে নিজেকেও স্থির রাখতে
 পারেননি চুল্লীলালবাবু। ফলে
 সঠিক পথের সন্ধানইে তখন
 ক্রোড়ে থাকে তাঁর নিজস্ব
 দিনরাত্রি। অবশেষে লিওনার্ডো

দূর্দশার ই দিকে। এবার তাদের
যাবতীয় সমস্যাগুলো নিয়েও ভাবতে
শুরু করেন তিনি। তাঁর ই তৎপরতায়
তৈরি করা হয় বেশ কয়েকটি অনাথ
আশ্রম ও। সেখানেই বহু অনাথ বালক
বালিকার থাকা, খাওয়া এবং
শিক্ষার সুব্যবস্থা ও হয়েছিল।
আর সেজন্য তিনি নিজে
হোমেন প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন
ঠিক তখনই বিভিন্ন সংস্থা



অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল
কলকাতা শহরেই। সেখানে সেই
সম্ভার সহ সভাপতি নির্বাচিত হন
তিনি। শুধু হয় নতুন জীবন ও।
তারপর কিছুদিনের মধ্যেই লণ্ডন
মেডিকেল সোসাইটির ফেলো
নির্বাচিত হন। দুবছর পরেই
আবার ক্যালকাতা মেডিকেল
জার্নালের সম্পাদকদের পদটিও পেয়ে
যান তিনি। আর নিজস্ব কর্মদক্ষতাও
গুণে একসময় ব্রিটিশ সরকার তাকে
প্রদান করে রায় বাহাদুর খেতাব ও।
আবার বাড়তি পাওনা হিসেবে
পেয়ে যান সি. আই. ই উপাধিও।
এতকিছুর পরও মানুষটা কিন্তু
ভুলে যাননি সাধারণ মানুষজনদের
কথাও। কুষ্ঠ রোগ তখন
যাপনকারীকে ছড়িয়ে পড়ছিল
দেশেরই বিভিন্ন প্রান্তে। আর
সেটা দেখে ভীষণ উৎকণ্ঠিত ও হয়ে
উঠেছিলেন তিনি। সেই মুহুর্তে
অসহায় সেই সমস্ত মানুষদের
জন্য যে কিছু একটা করা দরকার
ছিল তারই বারবার মনে হয়েছিল
তাই।

বাজার্স নামক এক বিদেশি
গবেষকের সহায়তায় নির্দিষ্ট একট
পথের সন্ধান পায় তিনি এবং
তখনভাষা ভাবনাচিন্তা শুরু করেন
কলমামাত্র হাজার হাজার
কৃষ্ণরোগীদের মুখে একটু হাসি
ফুটিয়ে তোলাই জন্ম।
শুরু হয় তাঁর নিরলস
গবেষণাব্যবসায় ও। লিওনার্ডো বাজার্স
এরং তিনি নিজে তখন আধুনিক
চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং অথ্যবেদ
শাস্ত্রের মুখমিলনে এক নতুন উপায়
বের করেন। তারপর সারসরি
সংস্টি প্রয়োগ করতে শুরু করেন
আহ্রান্ত রোগীদের উপর ও।
ফলে তখন নতুন উৎসাহে উৎসাহিত
হয়েও গুপ্তে তাঁরা। রোগী এবং
তাদের পরিবারের সকলের মুখে
ফাটে তৃপ্তির হাসিও।
কিন্তু রোগীদের ভঙ্গুর মনে একটু
শান্তির প্রশ্ন আনার পর ডাঃ
লীনালাব ববুর চোখ এবার থমকে
পড়ায় অনাথ শিশুদের চরম

থেকেও আর্থিক সহায়তা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তঁার ভাবনার মধ্যে ছিল না কেবলমাত্র অনাথ বালক বালিকাদের কথাই। ছিল মুক, বধির এবং অন্ধদের কথাও। তাইতো কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল্যে তাঁর ভূমিকাও বেশি বিড়টি। আর সেইসব কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য ছিল তাঁর অসীম চিন্তাভাবনা এবং অতি অবশ্যই বিশাল তাগ ও সেজন্য চাকরি থেকে স্বৈচ্ছা অবসর ও নিয়েছিলেন তিনি। তখন কেবলমাত্র জনসেবার মধ্যেই কেটে যেত তাঁর অধিকাংশ সময়। আর বাকি সময়টা তাঁর কাঁট চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করির মধ্যে দিয়েই।

সেইসময় তিনি লিখেছিলেন নতুন নতুন অজস্র থিসিস ও।

পরবর্তীকালে সেগুলো চিকিৎসা বিদ্যার বর্ধবিশ উন্নয়নের কাজে অনেক কার্যকর ভূমিকাও নিয়েছিল।

